সংবাদ

তারিখ: 5 JUN 2012
পৃষ্ঠা: ১ কলাম: ৫

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ৩

৪৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীতে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে

বিপন্ন হচ্ছে আবাসিক পরিবেশ

রাকিব উদ্দিন

দেশের মোট ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫টিই রাজধানীতে অবস্থিত। অবৈধভাবে প্রায় অর্ধশত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ও ঢাকায় শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এগুলোর অধিকাংশই ঢাকার ভিআইপি ও সাধারণ আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠা করায় এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার আবাসিক পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। নাভিশ্বাস উঠছে জনজীবনে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা দিয়েছিল রাজধানীতে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হবে না এবং পর্যায়ক্রমে আবাসিক এলাকা থেকে শাখা ক্যাম্পাস সরিয়ে ফেলা হবে।

কিন্তু সরকারদলীয় এক প্রভাবশালী নেতা এবং ব্যবসায়ী নেতাদের তদবিরের চাপে এবারও রাজধানীতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (মিরপুরে) এবং বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড

তোলা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

তোলা : হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টেকনোলজি (উত্তরা মডেল টাউন)। এ বিষয়ে নগর গবেষণা কেন্দ্রের অনারারি চেয়ারম্যান ও ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম সংবাদকে বলেছেন, 'ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আইইউবি রাজধানীতে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের ক্যাম্পাসগুলোও মোটামুটি সন্তোষজনক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সিটি ইউনিভার্সিটি আশুলিয়ায় পর্যাপ্ত জায়গায় নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে। কিছুটা দেরিতে হলেও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, আশা ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিও নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে'।

বিশিষ্ট এ নগর পরিকল্পনাবিদ আরও বলেন, 'অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইনকে উপেক্ষা করে চলেছে। নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার কোন আগ্রহও দেখায়নি তারা। ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম করতে থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকার আবাসিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে'।

তিনি বলেন, 'মেইন রাস্তার পাশে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেয়ার অঙ্গীকার ছিল সরকারের। কিন্তু এবার ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সেটির ক্যাম্পাসও মেইন রাস্তার পাশে'।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানায়, অপরিকল্পিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার রাস্তার পাশে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় সংশ্লিষ্ট এলাকার আবাসিক পরিবেশ প্রায় বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সীমিত সংখ্যক স্থাপনায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ভিআইপি রাস্তা পারাপার করতে হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় হরহামেশাই তীব্র যানজট হচ্ছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় পথচারি ও সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষা অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী সংবাদকে বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানেই অলিগলির বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো কনসেপ্ট (ধারণা) নিয়ে এগুলো গড়ে ওঠেনি। ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশই পাচ্ছে না। অপরিকল্পিতভাবে এগুলো গড়ে উঠায় অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নগরবাসীর বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ঢাকা যেহেতু ব্যবসাকেন্দ্রিক তাই বাণিজ্যিক স্বার্থেই এগুলো রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্ট নিয়েই এগুচ্ছে'। তিনি আরও বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর তিনটি সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এটাই উচ্চশিক্ষা বাণিজ্যের মূল কারণ'।

ভিআইপি সড়ক ও আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ভিআইপি সড়ক ও আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস গুটিয়ে নিতে ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। পরে এ সিদ্ধান্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেয় ইউজিসি। কিন্তু নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মামলা ঠুকে দেয় সরকারের বিরুদ্ধে।

জানা যায়, ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র নয়টি ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রামে, গণবিশ্ববিদ্যালয় সাভারে, লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেটে, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রামে, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি সিলেটে এবং ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকার বাইরে প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে রাজধানীতে। এসব ক্যাম্পাস ভাড়া করা বাড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে।